# পশ্চিমবঙ্গের দুই দশকের ছাত্র আন্দোলন: কয়েকটি নির্বাচিত ঘটনার একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সারাংশ

এই গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক তিনটি বড় আন্দোলনের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ছাত্র আন্দোলন কখনো স্বাধীনভাবে, কখনো বা অন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদের সাথে সমান্তরালে চলেছে। এই আন্দোলনগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ছাত্র আন্দোলন অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের আন্দোলনকে প্রভাবিত করছে, আবার তারাও ছাত্র আন্দোলনকে প্রভাবিত করছে। এই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আন্দোলনগুলোর গতি ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র রাজনীতির একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে, যেখানে ছাত্ররা কেবল শিক্ষাঙ্গনের বিষয় নিয়ে আন্দোলন করেনি, বরং সমাজ ও রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতেও নেতৃত্ব দিয়েছে। সত্তরের দশকে নকশাল আন্দোলন, আশির দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক অধিকারের লড়াই, নব্বইয়ের দশকে মন্ডল কমিশন বিতর্ক এবং সাম্প্রতিক কালে সিঙ্গুর-নন্দিগ্রামের জমি আন্দোলন—এই সব ক্ষেত্রেই ছাত্ররা বড় ভূমিকা পালন করেছে। তাই ছাত্ররা শুধুমাত্র নিজেদের দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর সমাজের সমস্যা নিয়েও সরব হচ্ছে। ফলে, যখন দুর্নীতি, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বা রাজনৈতিক নিপীড়ন নিয়ে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তখন ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই প্রতিবাদে শামিল হয়েছে। আরও যে বিষয় এই গবেষণায় দেখা যাচ্ছে বর্তমান সময়ে বেকারত্ব এবং চাকরির অনিশ্চয়তা ছাত্র ও যুবসমাজের অন্যতম বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে দুর্নীতি, বেসরকারি খাতে সুযোগের অভাব এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য ছাত্রদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি করছে। ফলে, যখন সরকারি চাকরির দুর্নীতি নিয়ে আন্দোলন হয়, ছাত্র সংগঠনগুলো সেটিকে নিজেদের আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেখে। একইভাবে, যখন কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির বিরুদ্ধে নিপীড়ন বা শোষণ হয়, ছাত্রদের মধ্যেও এর প্রভাব পরে, কারণ তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়েও একই ধরনের অনিশ্চয়তায় ভুগছে। এর সাথে আরও একটি বিষয় উঠে আসছে তা হল—বর্তমান সময়ে প্রথাগত বিরোধী দলগুলো তাদের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে বা সীমিত রাজনৈতিক কৌশলে আটকে রয়েছে।

# প্রথম অধ্যায়

## ভূমিকা: আন্দোলন সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার বিভিন্ন দিক, ছাত্র আন্দোলন এবং বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য।

স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে যত বার সরকারের পরিবর্তন হয়েছে তার সব ক্ষেত্রেই কোন না কোন বড় ঘটনা, আন্দোলন ও সমাজ সচেতনতার প্রভাব রয়েছে। এবং সেই ঘটনা বা আন্দোলনকে হাতিয়ার করেই রাজনৈতিক দলগুলি তাঁদের সাংগঠনিক কাঠামো ও নীতিগুলিকে পাল্টানোর করেছে, যাতে করে তারা জনসমাজের সমর্থন লাভ করে। এবং এই রাজনৈতিক দলগুলোর আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল "সরকার" গঠন করার ক্ষমতা লাভ করা। 'সরকার'-এ যাওয়ার ও 'সরকার' চালনোর এই দৌড় প্রতিযোগিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল *প্রতিদ্বন্দ্বিতা*। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে পাথেয় করেই রাজনীতির ধারাপাতের বিভিন্ন ধাপের উন্মেষ ঘটে—শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে গোষ্ঠী, সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের। যার ফলে রাজনীতির বিভিন্ন ধাপে ব্যক্তি থেকে দলগুলি জনসমাজে পরিচিতির মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে জনসমর্থন লাভ করে। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি হল সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি। যা সাধারণ ভাবেই আন্দোলন, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরিবর্তনের বিভিন্ন দিকগুলিকে উন্মোচিত করার সুযোগ করে দেয়। একইরকম ভাবে অবিভক্ত বাংলার স্বাধীনতার লড়াইয়ের আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন সরকার পরিবর্তনে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রাজনীতির ইতিহাসে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা থেকে পালাবদলের বিভিন্ন গল্পে এই ছাত্র সমাজের আন্দোলন বিভিন্নভাবে ছাপ রেখেছে। পাশাপাশি পরিবর্তিত পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আন্দোলনের ধরণকে বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন দিকে চালিত করেছে। গত দুই দশকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। এবং এই দুই দশকের মধ্যে আমরা আরও একটি সরকারের পালাবদলের সাক্ষী থেকেছি। যার ফলে রাজ্য রাজনীতির গতিপ্রকৃতিতে, দৈনন্দিন সমাজ জীবনে ও অর্থনৈতিক জীবনকে কি কি উপাদান গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল তা আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একই রকম ভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের এই প্রেক্ষাপটের সাথে ছাত্র আন্দোলনেরও একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা দেখা যায়।

তাই "পশ্চিমবঙ্গের দুই দশকের ছাত্র আন্দোলন: কয়েকটি নির্বাচিত ঘটনার একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।" শীর্ষক এই গবেষণায় আমি বিভিন্ন বড় ঘটনা বা আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক দলগুলির ডায়নামিক কি পরিবর্তন হচ্ছে তার সাথে সাথে ছাত্র আন্দোলনের ধারার কি পরিবর্তন হচ্ছে এবং তার ধরণগুলিকে ব্যাখ্যা ও আলোচনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছি।

এই গবেষণা নিবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের সম্পর্ক ও তার সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে যেসব তাত্ত্বিক এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপর সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে তা গবেষণার মূল প্রশ্ন ও উদ্দেশ্যের বিষয়গুলিকে পর্যালোচনা করে আরও বিধিবদ্ধ গবেষণা করার কাজে সাহায্য করবে। পশ্চিমবঙ্গের গত দুই দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে বোঝার জন্য কয়েকটি মূল ধারণা বা বিষয়ের ওপরে বিভিন্ন সাহিত্য বা গবেষণার সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সেগুলি হল, (ক) আন্দোলন সম্পর্কিত সমাজতত্ত্ব ও তাত্ত্বিকদের ধারণা, (খ) ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে ছাত্র আন্দোলন এবং (গ) পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ছাত্র আন্দোলন।

**আন্দোলন সম্পর্কিত সমাজতত্ত্ব ও তাত্ত্বিকদের ধারণা**

এই অংশে আমি আলোচনা করেছি ক্ষমতার ভারসাম্য তত্ত্ব নিয়ে। ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করছি তার কারণ, আন্দোলন হল ক্ষমতার নানাবিধ আত্মপ্রকাশ। এই ক্ষমতা সম্পর্কিত ধারণা আলোচনা করতে গিয়ে ম্যাক্স ওয়েবার, কার্ল মার্ক্স, মরগেনথাউ, লাসওয়েলের ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছি। হেজেমনি তত্ত্ব ও ক্ষমতা নিয়ে আলোচনার জন্য এন্টোনিও গ্রামসি, পিয়েরে বোর্ডিয়ুর ধারণা আলোচনা করেছি। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বোঝা গেছে, কিভাবে রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্র আন্দোলন এবং সাধারণ মানুষের মনোভাব প্রভাবিত করে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেদের শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করছে। ক্ষমতার প্রেক্ষাপটে বিশ্ব-সিস্টেম তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে কার্ল মার্ক্সের পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বিশ্লেষণ, ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইনের বিশ্ব-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ, ও আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্কের বিশ্ব-সিস্টেম নিয়ে পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে শোষণ, নির্ভরশীলতা এবং কেন্দ্র-পরিধি সম্পর্ক আলোচনা করেছি। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার আলোচনাতে ফুকোর ধারণা, ডেপ্রাইভেশন থিওরি

সামাজিক আন্দোলনের বঞ্চনার অনুভূতিকে চিহ্নিত করে সেই বিষয়ে ম্যাকঅ্যাডাম ম্যাককার্থি অ্যান্ড জাল্ড এর ধারণা আলোচনা করেছি। এর সাথে সাথে আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রিসোর্স মবিলাইজেশন থিওরি , পলিটিক্যাল প্রসেস থিওরি , স্ট্রাকচারাল স্ট্রেইন থিওরি, *প'পুলিজম তত্ত্ব এবং* গণতন্ত্র ও নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট থিওরির ধারনা আলোকপাত করেছি বিভিন্ন আন্দোলন প্রসঙ্গে। অর্থাৎ এই সমস্ত তত্ত্ব ও সাহিত্যের মাধ্যমে আমার গবেষণার তাৎপর্য ও যুক্তি সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছি।

**ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে ছাত্র আন্দোলন**

ভারতে ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে বিভিন্ন লেখক বিশ্লেষণ করেছেন। এই অংশে তাঁদের তত্ত্ব এবং ধারণাগুলি পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকাকে আরও বিশদে বোঝাতে সহায়ক হতে পারে। এই অংশে আমি আলোচনা করেছি প্রাক স্বাধীন ভারত ও আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে, *ঔপনিবেশিক সমাজ এবং ছাত্র আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে, স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের চিত্র এই বিষয়ে, স্বাধীনোত্তর ভারতের চিত্র ও ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য ও সামাজিক আন্দোলন ইতাদি সম্পর্কে।*

**বাংলা - পশ্চিমবঙ্গের[1] ছাত্র আন্দোলনঃ ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপট**

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়, বিশেষ করে সাম্প্রতিক দুই দশকে, এই আন্দোলন রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই অংশে আমি পর্যালোচনা করেছি ঔপনিবেশিক ভারতের প্রথম সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন, স্বাধীনতা ও স্বদেশী আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, নকশালবাড়ি ছাত্র আন্দোলন নিয়ে। তারপর এই নকশালবাড়ি আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে ছাত্র আন্দোলন ও দলীয় রাজনীতির বা কাঠামোতে কিভাবে ঢুকে গেল অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তন থেকে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনের যে উত্থান হয়েছিল সেই বিষয়ে পর্যালোচনা করেছি। এই পরজালছনার মধ্যে রয়েছে - বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ছাত্র অসন্তোষ, বাস ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন, জনগণের অসন্তোষে ছাত্র আন্দোলন নিয়ে।

[1] স্বাধীনতার আগের আন্দোলন বোঝাতে বাংলার আন্দোলন এবং স্বাধীনতার পরবর্তীতে আন্দোলনকে পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলন লেখা হয়েছে।

সুতরাং আমরা যদি এই ছাত্র আন্দোলনের ধারাকে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব ঔপনিবেশিক সময়ে ছাত্রদের ভূমিকা সমাজ সচেতন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীর মতবাদের ভিত্তিতে সমাজের বাকি অংশের সাথে ছাত্ররা দেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেছিল। পরবর্তীতে স্বাধীনতার পরে এসে নকশালবাড়ি আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে ছাত্র আন্দোলন যা সমাজকে আমূল ভাবে পরিবর্তন করার শপথ নিয়ে সংগঠিত হয়েছিল তা পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনকে এক যুগান্তকারি দিকে নিয়ে যায়। এবং এখান থেকেই বামপন্থী সংগঠন বা পার্টি অতিবামদের থেকে নিজেদের দূরত্ব তৈরী করে নিজেদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রবেশ করলো এবং অতিবামরা ধীরে ধীরে বামপন্থীদের থেকে নিজেদের দূরত্ব তৈরী করলো। এর ফলে নকশালবাড়ি অতিবাম আন্দোলনের যে ধারা সেটা খানিকটা স্থগিত হয়ে গেল নানা ভাবে। যদিও বর্তমানে অতিবাম সংগঠনগুলি পশ্চিমবঙ্গে নানাভাবে তাদের কর্মসূচী করে চলেছে। কিন্তু ৩৪ বছরের বামফ্রন্টের যে সংসদীয় রাজনীতি সেটা অনেকাংশেই নকশালবাড়ি আন্দোলনের ধারাকে স্তিমিত করে সংসদীয় রাজনীতির কায়দায় মানুষের প্রয়োজনের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ছাত্র আন্দোলন করার চেষ্টা করেছিল।

এখান থেকে এই গবেষণায় তিনটে ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছে যা হল—সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন, শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন ও সন্দেশখলির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্র আন্দোলন। এবং এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করবো নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরে ভূমি সুরক্ষা, ভূমিহীনদের অধিকার নিয়ে আন্দোলন এবং বামফ্রন্ট সরকারের অমানবিক চেহারা। এর পাশাপাশি আমরা খুবই নির্দিষ্টভাবে কয়েকটি আন্দোলন; যেমন- দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন, যেখানে আন্দোলনটা সমস্ত কিছুকে আমূল পরিবর্তনের আন্দোলন নয় কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রশাসন, সরকারের নানাবিধ পদস্খলন। সেই পদস্খলনের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আন্দোলন তৈরি হয়েছে। যে পদস্খলনের একটি উদাহরণ নিয়োগ দুর্নীতি ও আরেকটি হল সন্দেশখালি। যেখানে একপ্রকার স্থানীয় জায়গার ব্যাপক দুর্নীতির পরিসর তৈরী করেছিল এবং যেখানে একরকম সমস্ত ধরনের শোষণের ক্ষেত্র তৈরী করেছিল। এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত হয় যেখানে সমাজের পুরো অংশ, বিশেষতঃ মহিলারা অংশ নিয়েছিল ও তাদের সাথে ছাত্র সমাজ অংশ নিয়েছিল। সুতরাং এই গবেষণায় আমি দেখানোর চেষ্টা করছি আমূল পরিবর্তনের কথা না বলে কোনখানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে অপশাসন, দুর্নীতি; কোথায় মানুষকে শোষণ করা হচ্ছে এই ধরণের ইস্যু ভিত্তিক এবং সিস্টেমের মধ্যে থেকে আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ বদলের চেষ্টা করা হচ্ছে।

এই গবেষণা পত্রের মূল উদ্দেশ্যগুলি হলো:

- বিগত দুদশকের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে ছাত্র সংগঠনের আন্দোলনের বিশিষ্টগুলি কি চিহ্নিত করা।
- সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার সাহায্যে ছাত্র আন্দোলনের ধরনধারণের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা।
- ছাত্র আন্দোলনের তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য খুঁজে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেক্ষিতে তার প্রভাবগুলি কি তা ব্যাখ্যা করা।
- বিভিন্ন আন্দোলন ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ভিত্তিতে ছাত্র আন্দোলনের গতিপথে কি প্রভাব ফেলেছে সেগুলি বিশ্লেষণ করা।

বর্তমান গবেষণাতে পশ্চিমবঙ্গের তিনটে প্রধান ঘটনা বা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন; দ্বিতীয়ত, সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি; তৃতীয়ত, সন্দেশখালির ঘটনাবলি। প্রতিটি অধ্যায়ে এই ঘটনাগুলোর আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আন্দোলনের ধরন, উদ্দেশ্য, প্রভাব ও গতিপথ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## পদ্ধতি সম্পর্কিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ে "পশ্চিমবঙ্গের দুই দশকের ছাত্র আন্দোলন: কয়েকটি নির্বাচিত ঘটনার একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।" শীর্ষক গবেষণার পদ্ধতি ও কৌশল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে গুণগত পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে, যা গবেষণার জটিল বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের জন্য কার্যকর। যা গবেষণার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে সহায়ক হবে বলে মনে করেছি। এই গবেষণা সন্দর্ভটি ছাত্রদের আন্দোলন এবং তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করার লক্ষ্যে লেখা।[2] ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র একটি

[2]গবেষণা সন্দর্ভ (Research Thesis) হল একটি বিশদ একাডেমিক লেখা, যা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে গভীর গবেষণা, বিশ্লেষণ ও তত্ত্বগত আলোচনা উপস্থাপন করে। এটি সাধারণত উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে (মাস্টার্স বা পিএইচডি) লেখা হয় এবং গবেষকের মৌলিক অবদান, তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

রাজনৈতিক কার্যকলাপ নয়; বরং এটি সমাজের আরও বিস্তৃত পরিবর্তন এবং জনগণের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। সুতরাং, গবেষণায় ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ও প্রেক্ষাপটের গতিপথের বিষয়ে, এবং তার প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই এই উদ্দেশ্য অর্জনে, এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিকোণ, যা ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরের গভীর পর্যালোচনা করতে সাহায্য করছে। এই গবেষণায় বর্ণনামূলক এবং বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে ছাত্র আন্দোলনগুলির সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে, ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সামাজিক পরিচিতি, আন্দোলনের ধরণ, আন্দোলনগুলির পরিবর্তনের গতিপথ এবং এর প্রভাবগুলি নিয়ে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি হিসেবে, সংগ্রহ করা উপাত্তগুলি স্থানভিত্তিক এবং আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফলে এর মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনগুলির উদ্দেশ্য এবং তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে একটি সমন্বিত বিশ্লেষণ প্রস্তাব করা যায়। পাশাপাশি, রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে কী ধরনের পক্ষপাতিত্ব বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়েও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয়েছে। গবেষণার পদ্ধতিগত দিক থেকে এই গবেষণার বিশেষ তাৎপর্য হলো, এটি তিনটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনার মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনের সম্পর্ক ও গতিপথ সম্পর্কে নির্দিষ্ট চলমান পথের আলোকে বিশ্লেষণ করা। ফলে, গবেষণার কাঠামোতে ঘটনাগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবণতাগুলি বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

- প্রথমত, গবেষণার ক্ষেত্রে গভীরতর রাজনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম, ভোট পরবর্তী হিংসা, শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি দুর্নীতি এবং সন্দেশখালি ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকলেও এই বিষয়গুলি নিয়ে আন্দোলনের অভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এই তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝা গেছে, কিভাবে প্রতিটি আন্দোলনে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কাজ করার মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের আন্দোলনের ভূমিকা ও গতিপথ কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

- দ্বিতীয়ত, এই গবেষণায় অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে মূলত মিডিয়া রিপোর্ট, সরকারি নথি, ইতিহাসবিদদের গবেষণা-প্রবন্ধ এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই তথ্যগুলো ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বোঝার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করছে। তৃতীয়ত, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ এবং নীতি বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে বোঝা যায়, সময়ের সাথে সাথে ছাত্র আন্দোলনের লক্ষ্য ও কৌশল কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিক্রিয়া, সরকারের ভূমিকা এবং আন্দোলনের পরবর্তী ফলাফল কিভাবে বৃহত্তর রাজনৈতিক গতিশীলতার সাথে যুক্ত, তা খতিয়ে দেখা হয়েছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গবেষণাটি শুধুমাত্র ছাত্র আন্দোলনের ঘটনাবলির বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, বরং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাঠামোর মধ্যে এই আন্দোলনগুলির তাৎপর্য নির্ণয় করা। এই পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি ছাত্র আন্দোলনগুলোর পরিবর্তনশীল চরিত্র বুঝতে সাহায্য করেছে এবং ভবিষ্যতে ছাত্র রাজনীতির প্রবণতা কী হতে পারে? তা বিশ্লেষণের একটি ভিত্তি তৈরি করেছে।

**গবেষণার নকশা**

এই গবেষণাটি একটি বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট, তার প্রভাব এবং ছাত্রদের ভূমিকা অধ্যয়ন করা হয়েছে।

এই গবেষণায় অসম্ভাব্য নমুনা পদ্ধতি (Non-Probability Sampling) ব্যবহার করা হয়েছে, এর মধ্যে বিশেষত উদ্দেশ্যমূলক নমুনা (Purposive Sampling) এবং তুষারগোলক নমুনার (Snowball Sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

এই বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে, নমুনা নির্বাচন করতে সাধারণত নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করেছি

- লক্ষ্য জনসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রনেতা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় কর্মী নেতা, সাধারণ নাগরিক, যারা আন্দোলন বা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, যেমন সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের বেছে নেওয়া হয়েছে।

- নমুনার আকার- ১০০ জন অংশগ্রহণকারী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে ৪০ জন ছাত্রনেতা, ৪০ জন রাজনৈতিক কর্মী, ১০ জন সাধারণ জনগণের প্রতিনিধিত্ব এবং ১০ জন সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ এবং গবেষক রয়েছে।

- নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রসমূহ- গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের চারটি প্রধান ঘটনা বা আন্দোলন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত অঞ্চলে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে: সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন: পূর্ব মেদিনীপুর জেলা। শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি নিয়োগ দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন: কলকাতা এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সন্দেশখালির ঘটনা: উত্তর ২৪ পরগনা এবং সন্দেশখালি অঞ্চলের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীরা।

**তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি**

বর্তমান গবেষণায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ছাত্র আন্দোলনের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের জন্য তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে, এবং গুণগত ডেটা সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

*প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ*

- সাক্ষাৎকার: রাজনৈতিক বিশ্লেষক, ছাত্র নেতা, এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। এসব সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে।
- সাক্ষাৎকারগুলো অডিও রেকর্ড করা হবে এবং পরবর্তীতে ট্রান্সক্রাইব করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- ফোকাস গ্রুপ আলোচনা: বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের সাথে নিয়ে ফোকাস গ্রুপ গঠন করে আলোচনা করা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে ৬-৮ জনের একটি গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে, যেখানে আন্দোলনের উপর মতামত ও চিন্তা-ভাবনা শেয়ার করা হয়েছে।

*গৌণ তথ্য সংগ্রহ*

- বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সরকারি নথি, এবং পূর্ববর্তী গবেষণাপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

বিশেষ করে নন্দীগ্রাম আন্দোলন, নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা, চাকরি দুর্নীতি, এবং সাঁদেশখালি ঘটনার প্রেক্ষিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

**নৈতিক বিবেচনা**

গবেষণার ফলাফল যেন পক্ষপাতদুষ্ট না হয় এবং সত্যনিষ্ঠ উপস্থাপন নিশ্চিত করা হয়, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এই গবেষণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক দিক। যেহেতু গবেষণার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বা আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মতামত দিয়েছেন, তাই তাদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল যেন অতিরঞ্জিত না হয় বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যাখ্যা করা না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সরকারি ও একাডেমিক নীতিমালার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা রেখে গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। গবেষণা নৈতিক অনুমোদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে এবং একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নৈতিক নীতিমালার মধ্যে থেকেই তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়েছে।

**নৈতিক সংকট ও তার প্রভাব**

গবেষণার নৈতিক সংকট মোকাবিলায় আমার সতর্কতা, বস্তুনিষ্ঠতা এবং তথ্য সুরক্ষা কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক আন্দোলন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে গবেষণা করার সময় তথ্যের যথাযথ ব্যবহার, অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তা এবং গবেষণার নিরপেক্ষতা বজায় রাখা অপরিহার্য ছিল। নৈতিকতার এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করেই গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

# তৃতীয় অধ্যায়

## সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম : রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং ছাত্র আন্দোলন

ভারতের স্বাধীনতার পর, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠন এবং উন্নতির জন্য সরকার শিল্পায়নকে একটি প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে সিপিআইএম সরকারের অধীনে শিল্পায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যেখানে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের মতো কৃষিপ্রধান এলাকাগুলিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। এই শিল্পায়ন পরিকল্পনার প্রভাব অনেক ক্ষেত্রেই গভীর ছিল এবং বিভিন্ন সমাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ২০০৬-২০০৮ সালের এই ঘটনাগুলি শুধু কৃষিজমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রতিরোধ আন্দোলনই ছিল না, বরং তা রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রেও গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বিশেষ করে, এই দুই আন্দোলন তখনকার বামফ্রন্ট সরকারের নীতির বিরুদ্ধে জনরোষের প্রতিফলন ঘটায় এবং পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। সিঙ্গুরে শিল্প স্থাপনের নামে কৃষিজমি অধিগ্রহণের প্রশ্ন এবং নন্দীগ্রামে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) গঠনের পরিকল্পনা সাধারণ মানুষ, বিশেষত কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে ওঠে। সরকার কর্তৃক জোরপূর্বক জমি অধিগ্রহণ এবং স্থানীয় মানুষের প্রতিরোধের মধ্যে যে সংঘাত তৈরি হয়, তা কেবল কৃষকদের নয়, বরং ছাত্রসমাজসহ বিভিন্ন স্তরের নাগরিকদেরও আন্দোলনের অংশীদার করে তোলে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন কেবলমাত্র কৃষকদের অধিকার রক্ষার লড়াই ছিল না; এটি একদিকে রাজ্যের শিল্পায়ন বনাম কৃষির দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ঘটিয়েছে, অন্যদিকে ক্ষমতার রাজনীতিতে ছাত্র সমাজের সক্রিয় ভূমিকার প্রশ্নকে সামনে এনেছে। ছাত্র আন্দোলন এই সময়ে কেবল রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেই থেমে থাকেনি, বরং তারা মিছিল, অবস্থান, প্রতিবাদ এবং সরাসরি সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে নিজেদের সক্রিয়তা প্রকাশ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন ছাত্র রাজনীতির অভিমুখ কীরূপে নির্ধারিত করল, তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

**অধ্যায়ের আলোচনা**

এই অধ্যায়ে আমি সিঙ্গুর ও নন্দিগ্রামের জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলনের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছি। এবং এই আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করেছি ছাত্র সংগঠনগুলির ভুমিকাকে মাথায় রেখে।আমি এই আলোচনা এবং বিশ্লেষণ গুলি করেছি

প্রথমে সিঙ্গুর ও  নন্দিগ্রামের পটভূমিকা কি ছিল, কি কি কারনে আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং তার প্রেক্ষাপট ইত্যাদি আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয়ত এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের সরাসরি অংশগ্রহণকারীদের ভুমিকা যেমন – কৃষক, মজুর, মহিলা এবং স্থানীয় জনগণের চিন্তা ও মতামত কেমন ছিল ইত্যাদি বলেছি।

তৃতীয়ত আমি আলোচনা করেছি যে পার্টি সরকারে ছিল তার পদক্ষেপ, নীতি নিয়ে। এবং এর মাধ্যমে কিভাবে সরকার এই আন্দোলনকে তৈরি করে দিল। একই সাথে বিরোধী আসনে থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের ভুমিকা ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কোনও ভুমিকা থাকলে সেগুলিও আলোচনা করেছি।

চতুর্থত, ওপরের আলোচনার বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, তারা কি করে এই আন্দোলনে বিভিন্ন ভাবে নানা ভুমিকা পালন করেছিল। এবং এই আন্দোলন সম্পর্কে তারা বিভিন্ন ভাবে কি ধরনের বক্তব্য এবং ধারণা প্রদান করেছে সেই বিষয়গুলি আলোচনা করেছি।

**এই অধ্যায়ের ফলাফল**

ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা ও তাত্ত্বিক দিক থেকে  ফিলিপ জি. অল্টব্যাক (Philip G. Altbach)-এর “Student Politics in Comparative Perspective” অনুসারে, ছাত্র আন্দোলন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামাজিক পরিবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই আন্দোলনগুলো শুধুমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুগুলোর সাথে একীভূত হয়। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা এই তত্ত্বের সাথে মিলে যায়, যেখানে তারা কেবলমাত্র কৃষক আন্দোলনের সহায়ক হয়নি, বরং একটি স্বাধীন রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছে।

অ্যান্টোনিও গ্রামশি (Antonio Gramsci)-র "Counter-Hegemony" ধারণা অনুসারে, ছাত্র আন্দোলন তখনই শক্তিশালী হয় যখন তারা রাষ্ট্র বা ক্ষমতাসীন শ্রেণির আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। যেমন - সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে AISA, DSF, FAS, IC-এর মতো সংগঠন সরাসরি সরকারের শিল্প নীতির বিরোধিতা করেছে। SFI-এর মতো শাসক দলের ছাত্র সংগঠনও দ্বিধার মধ্যে পড়েছে, যা “Ideological Crisis” তৈরি করেছে। এই অধ্যায়ে যে বিষয় উঠে আসলো তা হল সাধারণত ছাত্র সংগঠনগুলো কেবল ক্যাম্পাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো,

কিন্তু এই আন্দোলন দেখিয়েছে যে ছাত্ররা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও বৃহৎ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

এডওয়ার্ড শিলস (Edward Shils) তার "Active Public Participation" তত্ত্বে দেখিয়েছেন যে, ছাত্র রাজনীতি সমাজের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলন ছাত্র রাজনীতির একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে, যেখানে ছাত্ররা শিল্পায়ন বনাম কৃষিজীবনের দ্বন্দ্ব নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। প্রেসিডেন্সি, যাদবপুর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে, যা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলেছে। শহুরে ছাত্ররা সরাসরি গ্রামীণ কৃষকদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে, যা আগে খুব কম দেখা গেছে।

"Disruptive Politics" ও প্রতিবাদের নতুন রূপ: সিডনি টারো (Sidney Tarrow) তার "Power in Movement" তত্ত্বে দেখিয়েছেন, ছাত্র আন্দোলন শুধু দাবি আদায়ের লড়াই নয়, এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য নতুন নতুন কৌশল গ্রহণ করেছে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে ছাত্ররা মিছিল, পথনাটক, পোস্টার ক্যাম্পেইন, প্রতীকী অনশন, ডিজিটাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন চালিয়েছে, যা আন্দোলনের প্রচার বাড়িয়ে দিয়েছে। আন্দোলনের সময় "প্রতীকী প্রতিবাদ" (Symbolic Protest) যেমন: কালো ব্যাজ, লাল পতাকা, গণস্বাক্ষর অভিযান—এইসব কৌশল শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে। এই গবেষণায় ছাত্র আন্দোলন এখন শুধু শারীরিক প্রতিবাদ নয়, সোশ্যাল মিডিয়া, ভিজ্যুয়াল আর্ট ও কালচারাল প্রতিরোধের মাধ্যমে আরও বিস্তৃত হয়েছে।

গ্রামশি তার "Hegemony and Passive Revolution" ধারণায় দেখিয়েছেন, সরকার পরিবর্তন তখনই ঘটে যখন একটি বিদ্যমান রাজনৈতিক শক্তি জনগণের সমর্থন হারায় এবং নতুন একটি শক্তি জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় বামফ্রন্ট সরকার তাদের ঐতিহ্যগত কৃষক-শ্রমিক ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেস এই শূন্যস্থান পূরণ করে এবং "বিকল্প জনসমর্থন" গড়ে তোলে, যা ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের পতনের কারণ হয়ে ওঠে।

## চতুর্থ অধ্যায়

# শিক্ষা ক্ষেত্রে চাকরিতে নিয়োগ দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন: ছাত্র আন্দোলন ও তার প্রভাব

সিঙ্গুর ও নন্দিগ্রামের আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা যেমন রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছিল, তেমনি রাষ্ট্রীয় নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী স্বর হয়ে উঠেছিল। সেই ধারাবাহিকতায় শিক্ষা ক্ষেত্রে চাকরি নিয়োগের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনও এক নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কটের জন্ম দেয়। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, বিশেষত স্কুল সার্ভিস কমিশন ও প্রাথমিক শিক্ষার চাকরি নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব, শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবল হতাশার জন্ম দেয়। এই হতাশা ধীরে ধীরে ক্ষোভে রূপ নেয় এবং ছাত্রসমাজ সরাসরি রাস্তায় নেমে আসে। যেমন সিঙ্গুর-নন্দিগ্রামের আন্দোলন জমি ও জীবিকার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই আন্দোলনও ছাত্র ও যুব সমাজের ভবিষ্যৎকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। এই আন্দোলন শুধুমাত্র স্বচ্ছ নিয়োগ ব্যবস্থার দাবি নিয়ে গড়ে উঠেছে সেটা নয়, এটি রাজ্য রাজনীতির অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার বিষয়ে সরাসরি প্রশ্ন রেখেছে। এই আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন, কারণ এটি শুধুমাত্র চাকরির দাবিতে সংঘটিত একটি প্রতিবাদ নয়, এই প্রতিবাদ শিক্ষার গুণগত মান, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার এক জটিল চিত্রকে তুলে ধরে। শিক্ষার্থীরা একদিকে যখন কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে, তখন অন্যদিকে অর্থ ও রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্তির অভিযোগের ঘটনা তাদের মধ্যে এক গভীর বঞ্চনার অনুভূতি তৈরি করছে। এই বঞ্চনা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকছে না; বরং এটি সমষ্টিগত ক্ষোভে পরিণত হয়ে একটি বৃহত্তর আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে।

## অধ্যায়ের আলোচনা

এই অধ্যায়ে মূলত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাখাতে চাকরি সংক্রান্ত দুর্নীতি এবং এর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছি। অবশ্যই এই আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করা হবে ছাত্র সংগঠনগুলির ভূমিকা ও প্রভাবের বিষয় মাথায় রেখে। আমি আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছি –

প্রথমতঃ  শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি দুর্নীতি বিরোধী অভিযোগ গুলির পটভূমিকা কি ছিল, কি কি কারনে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয়তঃ এই আন্দোলণের প্রেক্ষাপটে কারা কারা সরাসরি ভুক্তভোগী বা আন্দোলনের বিভিন্ন ভুমিকায় জড়িত ছিল। যেমন – চাকরি প্রার্থী, প্রশাসন ও সরকার, এদের বক্তব্য কি এবং কেমন ছিল ইত্যাদি বলেছি।

তৃতীয়তঃ আমি আলোচনা করেছি শাসকের পদক্ষেপ, নীতি নিয়ে এবং এর মাধ্যমে কিভাবে সরকার এই আন্দোলনকে তৈরি করে দিল। একই সাথে বিরোধী আসনে থাকা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কোনও ভুমিকা থাকলে সেগুলিও আলোচনা করেছি।

চতুর্থতঃ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, তারা কি করে এই চাকরি দুর্নীতি আন্দোলনে বিভিন্ন ভাবে নানা ভুমিকা পালন করেছিল। এই আন্দোলন সম্পর্কে তারা বিভিন্ন ভাবে কি ধরনের বক্তব্য এবং ধারণা প্রদান করেছে এবং তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছি।

**এই অধ্যায়ের ফলাফল**

রাজনৈতিক ছাত্র আন্দোলন থেকে অরাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনে পরিবর্তন: পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস দেখলে বোঝা যায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি মূলত রাজনৈতিক দলগুলোর নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯৬০-৭০ দশকের নকশাল আন্দোলন থেকে শুরু করে, ২০০০-এর দশকে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন পর্যন্ত, ছাত্ররা সাধারণত বামপন্থী বা ডানপন্থী রাজনৈতিক দলের ব্যানারে আন্দোলন করেছে। কিন্তু চাকরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে এই ধারা পরিবর্তিত হয়েছে। অটোনোমাস মুভমেন্ট থিওরি (Autonomous Movement Theory) অনুসারে, যখন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক কাঠামো জনগণের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করে, তখন বিকল্প সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এখানে ছাত্র ও চাকরি প্রার্থীরা রাজনীতিকদের ওপর নির্ভর না করে নিজেদের শক্তিতেই আন্দোলন সংগঠিত করছে, যা একটি স্বতন্ত্র নাগরিক আন্দোলনের ইঙ্গিত বহন করে। নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট থিওরি (New Social Movement - NSM) অনুসারে, আধুনিক আন্দোলন কেবলমাত্র ক্ষমতার হাত বদল বা সরকার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয় না; বরং সামাজিক ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার দাবি তোলে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় আন্দোলনের বিস্তার ও বিকেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব: এই আন্দোলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা। আগে যেখানে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হতো রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলোর ব্যানারে, সেখানে বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া আন্দোলনের প্রধান সংগঠক হিসেবে কাজ করছে। ম্যানুয়েল কাস্টেলসের 'নেটওয়ার্কড মুভমেন্ট' তত্ত্ব (Manuel Castells, 2012) অনুসারে, সামাজিক আন্দোলন এখন আর কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং ডিজিটাল মিডিয়া ও অনলাইন কমিউনিটি আন্দোলনের মূল সংগঠক হয়ে উঠছে। বিকেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব – এই আন্দোলনে কোনো নির্দিষ্ট নেতৃত্ব নেই, বরং এটি একধরনের 'ক্রাউডসোর্সড মুভমেন্ট', যেখানে আন্দোলনকারীরা সমানভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারছে এবং নতুন কৌশল নির্ধারণ করতে পারছে।

সরকার ও রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া: দমন ও রাজনৈতিক দ্বিচারিতা: এই আন্দোলনের প্রতি সরকারের প্রতিক্রিয়া দ্বিমুখী। একদিকে সরকার চাকরি দুর্নীতির বিষয়ে কিছু তদন্ত চালাচ্ছে, অন্যদিকে আন্দোলনকারীদের দমনে পুলিশি শক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। গ্রামসি'র 'হেজিমনি' তত্ত্ব (Antonio Gramsci, 1930s) অনুসারে, ক্ষমতাসীন দল বা রাষ্ট্র কেবল বলপ্রয়োগের মাধ্যমে টিকে থাকে না; বরং তারা সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু এই আন্দোলন দেখাচ্ছে যে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থা নষ্ট হচ্ছে, যা রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সামাজিক মাধ্যম ও বিকল্প আন্দোলনের রূপ: চাকরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে। আন্দোলনকারীরা ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব ও ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছে এবং জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছে। কাস্টেলসের 'নেটওয়ার্কড মুভমেন্ট' তত্ত্ব (Manuel Castells, 2012) অনুসারে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম জনগণের প্রতিবাদের নতুন রূপ তৈরি করে, যেখানে আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব বিকেন্দ্রীভূত হয় এবং অংশগ্রহণকারীরা সমানভাবে মতপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে।

এই আন্দোলন আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে যে বিষয়ে উপলব্ধি আমি করছি তা হল পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের ধারা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এটি দেখাচ্ছে যে,

- অরাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে—যেখানে ছাত্ররা রাজনৈতিক দলের ওপর নির্ভর না করেও সংগঠিত হচ্ছে।

- রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব বাড়ছে, যা ভবিষ্যতে রাজনৈতিক দলগুলোর কৌশল পরিবর্তন করতে বাধ্য করতে পারে।
- সোশ্যাল মিডিয়া আন্দোলনের শক্তি হিসেবে কাজ করছে, যা প্রচলিত আন্দোলনের ধরণ পরিবর্তন করছে।
- ছাত্র ও চাকরি প্রার্থীদের সংহতি নতুন ধরনের সামাজিক জোট তৈরি করছে, যা ভবিষ্যতে রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলতে পারে।

## পঞ্চম অধ্যায়

## সন্দেশখালি: রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ও ছাত্র আন্দোলন

স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শেখ শাহজাহান এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে জমি দখল, রেশন দুর্নীতি এবং মহিলাদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ ওঠে। ২০২৪ খ্রিঃ জানুয়ারিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) রেশন দুর্নীতির তদন্তে গেলে তাদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে, যা আন্দোলনে স্ফুলিঙ্গ হিসেবে কাজ করে। এই ঘটনার পর, স্থানীয় বাসিন্দারা সাহস সঞ্চয় করে জমি দখল ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হন। অনেকেই পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে শুরু করেন, যা আগে ভয়ে সম্ভব ছিল না। ফলে, পুলিশ-প্রশাসন জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হয় এবং শতাধিক মানুষের জমি ফেরত দেওয়া হয়। এই আন্দোলনের ফলে সন্দেশখালিতে রাজনৈতিক ভারসাম্যে পরিবর্তন আসে।

**অধ্যায়ের আলোচনা**

এই অধ্যায়ে আমি সন্দেশখালি অঞ্চলের জমি দখল ও অত্যাচারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলনের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছি। আমি এই আলোচনা এবং বিশ্লেষণ গুলি করেছি—

প্রথমত, সন্দেশখালি ঘটনার বা আন্দোলনের পটভূমিকা কি ছিল, কি কি কারণে আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং তার প্রেক্ষাপট ইত্যাদি আলোচনা।

দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সরাসরি অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা যেমন– জমিহারা সম্প্রদায়, মহিলা এবং স্থানীয় জনগণের চিন্তা ও মতামত কিভাবে এই আন্দোলনকে প্রতিবাদীদের হাতিয়ার তুলে দিয়েছিল সেই বিষয়ে আলোচনা।

তৃতীয়ত, যে রাজনৈতিক দল সরকারে ছিল তার পদক্ষেপ ও নীতি নিয়ে। এবং এর মাধ্যমে কিভাবে রাজ্য সরকার পরোক্ষভাবে এই আন্দোলনকে তৈরি করে দিল। একই সাথে বিরোধী আসনে থাকা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কোনও ভূমিকা থাকলে সেগুলি আলোচনা করেছি।

চতুর্থত, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজনইতিক দলের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, তারা কি করে এই আন্দোলনে বিভিন্ন ভাবে ভূমিকা পালন করেছিল। এবং এই আন্দোলন সম্পর্কে তারা বিভিন্ন ভাবে কি ধরনের বক্তব্য এবং ধারনা প্রদান করেছে সেই বিষয়গুলির প্রভাব নিয়ে আলোচনা করছি।

## এই অধ্যায়ের ফলাফল

আন্দোলনের স্থানিকতা ও গ্রামীণ প্রতিরোধ: সন্দেশখালি আন্দোলন একটি নগর-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, বরং এটি গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। গ্রামভিত্তিক সামাজিক প্রতিরোধের চরিত্র বোঝার জন্য জেমস স্কট-এর ‘এভরিডে ফর্মস অব পিজেন্ট রেজিস্ট্যান্স’ তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক, যেখানে কৃষক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠী নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিদিনের ক্ষুদ্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

সাংবাদিকতা ও মিডিয়ার ভূমিকা: এই আন্দোলন রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের মধ্যকার সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। মিডিয়ার ভূমিকা শুধুমাত্র তথ্য প্রচারেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি আন্দোলনের গতি প্রকৃতি নির্ধারণে

সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। সোশ্যাল মিডিয়া ও বিকল্প সাংবাদিকতার উত্থান সন্দেশখালির ঘটনাকে আরও বিস্তৃত পরিসরে পৌঁছে দিয়েছে।

আন্দোলনের প্রতীকী মাত্রা: সন্দেশখালি আন্দোলনে পতাকা ব্যবহার না করার শর্ত একটি নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা তৈরি করেছে। এটি রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে মেরুকরণ রোধ করলেও আন্দোলনের সাংগঠনিক দিককে কিছুটা দুর্বল করেছে। জুডিথ বাটলারের 'পারফরম্যাটিভিটি' তত্ত্ব অনুসারে, প্রতীক ও চিহ্নহীন আন্দোলন কীভাবে রাজনৈতিক ভাষ্যকে পরিবর্তন করতে পারে, তা এই প্রসঙ্গে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

ছাত্র সংগঠনগুলোর নতুন ভূমিকায় উত্তরণ: সাধারণত ছাত্র আন্দোলন কেবল শহরকেন্দ্রিক হয়, কিন্তু সন্দেশখালি আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলো সরাসরি গ্রামীণ অঞ্চলে গিয়ে প্রতিবাদ সংগঠিত করেছে, যা ভারতের ছাত্র রাজনীতির জন্য একটি নতুন প্রবণতা নির্দেশ করে। এটি মার্ক গ্রানোভেটার-এর 'স্ট্রেংথ অব উইক টাইস' তত্ত্বের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়, যেখানে দুর্বল সামাজিক সংযোগও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করতে পারে।

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক যাত্রায় একটি বড় বৈপরীত্য দেখা যায় একসময় যে দল শোষণ, দুর্নীতি ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে রাজনৈতিক ক্ষমতায় এসেছে, শাসনে আসার পর সেই দলই একই অভিযোগের মুখে পড়েছে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনে তৃণমূল নিজেকে নিপীড়িত মানুষের রক্ষাকর্তা হিসেবে উপস্থাপন করেছিল এবং বাম সরকারের প্রশাসনিক দমন-পীড়ন, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন সংগঠিত করেছিল। কিন্তু ২০১১ খ্রিঃ সরকার পরিবর্তনের পর, ক্ষমতায় এসে তৃণমূল নিজেই রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা, দুর্নীতি ও শোষণের অভিযোগে জড়িত হয়ে পড়েছে। এই পরিবর্তনকে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার দ্বৈত চরিত্র হিসেবে দেখা যায়।

সন্দেশখালি আন্দোলনের বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে এটি শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক ঘটনা নয়, বরং এটি সামাজিক সম্পর্কের পুনর্গঠন এবং ক্ষমতার নতুন বন্টনের দাবি করে। ভবিষ্যতে এই আন্দোলনের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে, বিশেষ করে কীভাবে এটি অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করে এবং কীভাবে এটি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সমাজতাত্ত্বিকভাবে এই আন্দোলনকে বৃহত্তর নাগরিক প্রতিরোধ ও সামাজিক ন্যায়ের দাবির অংশ হিসেবে দেখা যেতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে ভারতীয় গণতন্ত্র ও সামাজিক কাঠামোর ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

# উপসংহার

## ১) রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলির আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ

আমি আমার গবেষণাতে দেখতে চেয়েছিলাম রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন দ্বারা সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি কেমন? এবং সেগুলি কেমন ভাবে কাজ করছে সমাজ এবং রাজনীতিতে। এই গবেষণায় আমি দেখতে পেয়েছি যে, পশ্চিমবঙ্গের বিগত দুই দশকের ছাত্র আন্দোলনগুলির বৈশিষ্ট্য মূলত তিন ধরনের— পৃষ্ঠপোষকতা, প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রো-অ্যাকটিভ।"ক্রাউডসোর্সড মুভমেন্ট", যেখানে আন্দোলনকারীরা সমানভাবে মতামত প্রকাশ করছে এবং নতুন কৌশল নির্ধারণ করছে। এর ফলে আন্দোলনকে দমন করা আরও কঠিন হয়ে উঠছে, কারণ এটি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে না, বরং একটি বিকেন্দ্রীভূত কাঠামোর মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। এই গবেষণায় আমি পেয়েছি, জমি দখল, আর্থিক দুর্নীতি এবং নির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগের প্রতিক্রিয়ায় এই আন্দোলন সংগঠিত হয়। স্থানীয় মানুষের প্রতিবাদ এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর সম্পৃক্ততা এটিকে আরও বেগবান করে। তবে এটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ঘটনার বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া হিসেবে রয়ে যায়নি, বরং রাজনৈতিক মেরুকরণের একটি বৃহত্তর অংশ হয়ে উঠেছে। গবেষণার সূত্রে আমি দেখতে পেয়েছি যে, এই আন্দোলন বিশেষ কিছু রাজনৈতিক দলের পক্ষে-বিপক্ষে বিভাজন তৈরি করেছে এবং আন্দোলনটির প্রভাব স্থানীয় পর্যায়ের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে।

**ছাত্র আন্দোলনের ধরনধারণের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা।**

গবেষণার ভিত্তিতে আমি দেখতে পেয়েছি যে ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়নি, বরং সামাজিক ন্যায়বিচার, ব্যক্তিগত স্বার্থ, এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িত ছিল। কিছু আন্দোলন দীর্ঘমেয়াদে কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে, আবার কিছু আন্দোলন শুধুমাত্র সাময়িক প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ থেকেছে। পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র

আন্দোলনের বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে ছাত্র রাজনীতির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, দলীয় আনুগত্য ও স্বতন্ত্র সামাজিক দাবির সমন্বয় আন্দোলনের গতিপথ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

**রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়ার রূপ**

সরকারের এই প্রতিক্রিয়াগুলি আন্দোলনের গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিছু আন্দোলনের ক্ষেত্রে দমনমূলক নীতি আন্দোলনকে আরও বেগবান করেছে, আবার কিছু আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস করেছে। তবে গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারের প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং সময়ের সাথে সাথে কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছে।

**ছাত্র আন্দোলনের তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য**

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলন পর্যালোচনা করে আমি দেখেছি যে, এর তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল জমি রক্ষা করা এবং কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। তবে দীর্ঘমেয়াদী বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, এটি শুধুমাত্র কৃষকদের স্বার্থের প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য বদলাতে এটি বড় ভূমিকা রেখেছে। ছাত্র সংগঠনগুলো এই আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ ও ভবিষ্যৎ সংগঠনের জন্য একটি ক্ষেত্র তৈরি করেছে, যা পরবর্তী আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে কাজে লেগেছে।

নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন বিশ্লেষণ করে আমি দেখেছি যে, এর তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও দুর্নীতির অবসান। এই আন্দোলনটি শুধুমাত্র চাকরির দাবির জন্য সংগঠিত হয়নি, বরং শিক্ষার প্রকৃতি ও তার প্রাপ্যতা নিয়ে এক বৃহত্তর প্রশ্ন তুলেছে। ফলে এটি প্রশাসনকে স্বল্পমেয়াদে কিছু সংস্কার করতে বাধ্য করলেও, শিক্ষাক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন কতটা সম্ভব হবে, তা এখনো প্রশ্নসাপেক্ষ।

সন্দেশখালির আন্দোলন পর্যালোচনা করে আমি দেখেছি যে, এর তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল অপরাধ ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ নিশ্চিত করা। সন্দেশখালির আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সরব হওয়া এবং ন্যায়বিচারের দাবি তোলা। তবে দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বোঝা যায় যে, এটি শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল না; বরং এটি বৃহত্তর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং শাসনব্যবস্থার জবাবদিহিতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে।

**ছাত্র আন্দোলনের গতিপথ ও ভবিষ্যৎ পর্যালোচনা**

পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এটি শুধু ক্ষমতা দখলের জন্য নয়, বরং ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা ও সাংস্কৃতিক পরিচিতির দাবিতে গঠিত হয়। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি ও সন্দেশখালির আন্দোলন বিশ্লেষণে দেখা যায়, ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তবে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার হলে আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়। ভবিষ্যতে এর সাফল্য নির্ভর করবে সাংগঠনিক দৃঢ়তা, জনসমর্থন ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার উপর।

**রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সাম্প্রতিকতম ইতিহাস ও পরবর্তীকালীন গতিপথ**

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক আন্দোলনের ইতিহাসে ভোট পরবর্তী হিংসা এক ধরণের রাজনীতিকরণের হিংসাত্বক দিক তুলে ধরছে। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি চরম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এবং এর ফলশ্রুতিতে হিংসাত্বক পরিস্থিতির এক অত্যন্ত খারাপ দিক ফুঁটে উঠলো সম্প্রতি সাম্প্রতিককালে ২০২৪ সালে ‘আরজিকর কাণ্ডে’। অর্থাৎ উক্ত হাসপাতালের একজন ডাক্তারি ছাত্রীর ওপর নির্মম অত্যাচার নেমে আসলো হাসপাতালে। যা সমস্ত সমাজকে নাড়িয়ে দিয়েছে এবং যেখানে ছাত্ররা আন্দোলন করেছে, আন্দোলন করেছে ডাক্তারি ছাত্ররাই যারা একদিকে ডাক্তার এবং অন্যদিকে ছাত্র।

এবং এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক নতুন ধারার আন্দোলন যেখানে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে রাজনৈতিক দলাদলির বৃত্তের বাইরে থেকে, যা রাজনৈতিক রঙ ও ব্যানার মুক্ত।

## গ্রন্থপঞ্জী

*গ্রন্থ*

*অ্যাডামস, জে., খান, এইচ. টি. এ., & রেসাইড, আর., ২০১৪, রিসার্চ মেথডস ফর বিজনেস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স স্টুডেন্টস, নিউ দিল্লি: সেজ পাবলিকেশনস।*

ইমানুয়েল ওয়ালারস্টেইন, ২০০৪ খ্রিঃ, *বিশ্ব-ব্যবস্থার বিশ্লেষণ: একটি ভূমিকা,* ডারহাম: ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস।

এঙ্গেলস, ফ্রিডরিখ, ১৮৪৮ খ্রিঃ, *ম্যানিফেস্টো অফ দ্যা কমিউনিস্ট পার্টি,* শিকাগো: চার্লস এইচ. কির অ্যান্ড কোম্পানি।

ওলসন, ম্যানকার, ১৯৬৫ খ্রিঃ, *দ্য লজিক অব কালেক্টিভ অ্যাকশন: পাবলিক গুডস অ্যান্ড দ্য থিওরি অব গ্রুপস,* লন্ডন: হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

ওলসন, টমাস, ১৯৭১ খ্রিঃ, *স্টুডেন্ট পলিটিক্স অ্যান্ড প্রটেস্ট,* লন্ডন: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

ওয়েবার, ম্যাক্স, ১৯৭৮ খ্রিঃ, *ইকনমি অ্যান্ড সোসাইটি: অ্যান আউটলাইন অফ ইন্টারপ্রেটিভ সোসিওলজি,* বার্কলে: ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস।

ওয়েল্চ, ডোয়াইন ডি., ১৯৮১ খ্রিঃ, *সামাজিক আন্দোলনের রাজনীতি,* নিউ ইয়র্ক: লংম্যান।

ক্যাস্টেলস, ম্যানুয়েল, ২০১০ খ্রিঃ, *দ্য রাইজ অব দ্য নেটওয়ার্ক সোসাইটি,* ওয়েস্ট সাসেক্স: ব্ল্যাকওয়েল পাবলিশিং লিমিটেড।

কোঠারি, সি. আর., ২০০৪, *রিসার্চ মেথডোলজি: মেথডস অ্যান্ড টেকনিকস,* কলকাতা: নিউ এজ ইন্টারন্যাশনাল, (২য় সংস্করণ)।

ক্রেসওয়েল, জে. ডব্লিউ., ২০১৪, *রিসার্চ ডিজাইন: কোয়ালিটেটিভ, কোয়ান্টিটেটিভ, অ্যান্ড মিক্সড মেথডস অ্যাপ্রোচেস,* নিউ দিল্লি: সেজ পাবলিকেশনস, (৪র্থ সংস্করণ)।

পাঞ্চ, কে. এফ., ২০১৬, *ডেভেলপিং ইফেকটিভ রিসার্চ প্রোপোজালস,* নিউ দিল্লি: সেজ পাবলিকেশনস, (৩য় সংস্করণ)।

প্যাটন, এম. কিউ., ২০০২, *কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ অ্যান্ড ইভালুয়েশন মেথডস,* থাউজ্যান্ড ওকস, (৩য় সংস্করণ), সিএ: সেজ।

জার্নাল

ইমানুয়েল, ইজেকিয়েল. জে., ওয়েন্ডলার, ডেভিড, & গ্র্যাডি, ক্রিস্টিন, ২০০০, "হোয়াট মেকস ক্লিনিকাল রিসার্চ এথিক্যাল?" *জামা,* ২৮৩(২০), ২৭০১-২৭১১।

পরিমল ভট্টাচার্য, ২০১১ খ্রিঃ, *পলিটিক্যাল ইকোনমি অব ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন ইন সিঙ্গুর,* ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি।

ফ্রাঙ্ক, আন্দ্রে গুন্ডার, ১৯৬৯ খ্রিঃ, *ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড আন্ডারডেভেল্পমেন্ট ইন লাটিন আমেরিকা,* মান্থলি রিভিউ প্রেস।